দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
বিদ্বেষমকরোৎকস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **ভবে**—শিবের প্রতি; **শীলবতাম্**—সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে; **শ্রেষ্ঠে**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়ে; **বিদ্বেষম্**—শত্রুতা; **অকরোৎ**—প্রদর্শন করেছিলেন; **কস্মাৎ**—কেন; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **আত্মজাম্**—তাঁর নিজের কন্যা; **সতীম্**—সতী।

অনুবাদ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন সতীকে অবহেলা করেছিলেন, এবং সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

চতুর্থ স্কন্ধের এই দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শান্তির জন্য দক্ষ যে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে শিবের বিরোধের কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে শিবকে সুশীলব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি কারোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, এবং অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে বিরাজমান। *শিব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মঙ্গলময়' । কেউই শিবের শত্রু হতে পারে না, কেননা তিনি এত শান্ত এবং ত্যাগী যে, তিনি তাঁর বসবাসের জন্য একটি গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ না করে, সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় থেকে সর্বদা বিরক্ত থাকেন। তা হলে দক্ষ যিনি তাঁর প্রিয়

কন্যাকে এমন একজন সুশীল ব্যক্তির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন, তিনি কেন সেই শিবের প্রতি এত প্রবল শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, তাঁর কন্যা এবং শিবের পত্নী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?

শ্লোক ২

কস্তং চরাচরগুরুং নির্বৈরং শান্তবিগ্রহম্ ।
আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ ॥ ২ ॥

কঃ—কে (দক্ষ); **তম্**—তাঁকে (শিব); **চর-অচর**—সমগ্র জগতের (স্থাবর এবং জঙ্গম); **গুরুম্**—গুরু; **নির্বৈরম্**—শত্রুতা-রহিত; **শান্ত-বিগ্রহম্**—শান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; **আত্ম-আরামম্**—যিনি নিজে নিজেই সন্তুষ্ট; **কথম্**—কিভাবে; **দ্বেষ্টি**—ঘৃণা করে; **জগতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **দৈবতম্**—দেবতা; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

সমগ্র জগতের গুরু শিব নির্বৈরী, শান্ত এবং আত্মারাম। তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষ কেন এই প্রকার একজন মঙ্গলময় ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিলেন?

তাৎপর্য

শিবকে এখানে *চরাচর-গুরু*, অর্থাৎ স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুর গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও তাঁকে ভূতনাথ বলা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতা'। ভূত বলতে কখনও কখনও প্রেতাত্মাদেরও বোঝায়। ভূত এবং অসুরদের সংশোধন করার দায়িত্ব শিব গ্রহণ করেন, অতএব দৈব ভাব-সমন্বিত ব্যক্তিদের আর কি কথা; তাই স্থূলবুদ্ধি, আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের থেকে শুরু করে অত্যন্ত বিদ্বান বৈষ্ণব পর্যন্ত সকলের গুরু হচ্ছেন তিনি। এও বলা হয়, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একদিকে তিনি হচ্ছেন মূঢ় অসুরদের আরাধ্য, এবং অন্যদিক দিয়ে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বা ভক্ত, এবং তাঁর একটি *সম্প্রদায়* রয়েছে, যাকে বলা হয় রুদ্র-সম্প্রদায়। এমন কি তিনি যদি শত্রুও হন অথবা কখনও ক্রুদ্ধ হন, তবুও এই প্রকার ব্যক্তি কখনও ঈর্ষার পাত্র হতে পারেন না, তাই বিদুর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, দক্ষ কেন তাঁর প্রতি এইভাবে আচরণ করেছিলেন। দক্ষ কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি

একজন প্রজাপতি, এবং তাঁর সমস্ত কন্যারা, বিশেষ করে সতী ছিলেন অত্যন্ত উন্নত। *সতী* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম সাধ্বী'। যখনই সতীত্বের প্রশ্ন ওঠে, তখন শিবের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা সতীকেই সর্ব অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তাই, বিদুর অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, "দক্ষ একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, এবং তিনি সতীর পিতা; এবং শিব হচ্ছেন সকলের গুরু। তা হলে তাঁদের মধ্যে এই রকম শত্রুতা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, যার ফলে অত্যন্ত সাধ্বী দেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?"

শ্লোক ৩

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ ।
বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যজে দুস্ত্যজান্সতী ॥ ৩ ॥

এতৎ—এইভাবে; **আখ্যাহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **জামাতুঃ**—জামাতা (শিব); **শ্বশুরস্য**—শ্বশুরের (দক্ষ); **চ**—এবং; **বিদ্বেষঃ**—কলহ; **তু**—কিন্তু; **যতঃ**—যে কারণে; **প্রাণান্**—তাঁর প্রাণ; **তত্যজে**—ত্যাগ করেছিলেন; **দুস্ত্যজান্**—যা ত্যাগ করা অসম্ভব; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

হে মৈত্রেয়! দেহত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি কি দয়া করে আমার কাছে বর্ণনা করবেন, কি কারণে শ্বশুর এবং জামাতা এমনই তিক্ত কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে মহাদেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?

শ্লোক ৪

মৈত্রেয় উবাচ

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ ।
তথামরগণাঃ সর্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **পুরা**—পূর্বে (স্বায়ম্ভুব মনুর সময়) **বিশ্ব-সৃজাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাদের; **সত্রে**—যজ্ঞে; **সমেতাঃ**—সমবেত হয়েছিলেন; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **তথা**—এবং; **অমর-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সমস্ত; **স-অনুগাঃ**—তাঁদের অনুগামীগণ সহ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবতাগণ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—পুরাকালে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মহর্ষিগণ, মুনিগণ, দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীগণ সহ সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিব এবং দক্ষের যে কলহের ফলে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই মনোমালিন্যের কারণ, বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে, মহর্ষি মৈত্রেয় বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধিপতি মরীচি, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক আয়োজিত এক মহাযজ্ঞের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। সেই মহাযজ্ঞে ইন্দ্র আদি দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা এবং শিবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা ।
ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তং তন্মহৎসদঃ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবেশ করে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অর্কম্**—সূর্য; **ইব**—মতো; **রোচিষা**—কান্তির দ্বারা; **ভ্রাজমানম্**—উজ্জ্বল; **বিতিমিরম্**—অন্ধকার থেকে মুক্ত; **কুর্বন্তম্**—করেছিলেন; **তৎ**—তা; **মহৎ**—মহান; **সদঃ**—সভা।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ যখন সেই সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন সূর্যের মতো তাঁর উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রভায় সমগ্র সভা আলোকিত হয়েছিল, এবং তাঁর সামনে সভায় সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়েছিল।

শ্লোক ৬

উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ ।
ঋতে বিরিঞ্চাং শর্বং চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ ॥ ৬ ॥

উদতিষ্ঠন্—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সদস্যাঃ**—সভাসদ্‌গণ; **তে**—তাঁরা; **স্ব-ধিষ্ণ্যেভ্যঃ**—তাঁদের আসন থেকে; **সহ-অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবগণ সহ; **ঋতে**—ব্যতীত; **বিরিঞ্চাম্**—ব্রহ্মা; **শর্বম্**—শিব; **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁর (দক্ষের); **ভাস**—কান্তির দ্বারা; **আক্ষিপ্ত**—প্রভাবিত; **চেতসঃ**—যাঁদের মন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত, সমস্ত অগ্নিদেবগণ এবং সেই মহাসভায় অন্যান্য সমবেত সদস্যগণ তাঁর শরীরের জ্যোতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ ।
অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥

সদসঃ—সভার; **পতিভিঃ**—নেতাদের দ্বারা; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারি; **সাধু**—যথাযথভাবে; **সৎ-কৃতঃ**—সম্মানিত হয়েছিলেন; **অজম্**—অজকে (ব্রহ্মাকে); **লোক-গুরুম্**—ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; **নত্বা**—প্রণাম করে; **নিষসাদ**—উপবেশন করেছিলেন; **তৎ-আজ্ঞয়া**—তাঁর (ব্রহ্মার) নির্দেশে।

অনুবাদ

সেই মহান সভার সভাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দক্ষ তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রাঙ্‌নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত্তদনাদৃতঃ ।
উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব ॥ ৮ ॥

প্রাক্—পূর্বে; **নিষণ্ণম্**—উপবেশন করে; **মৃড়ম্**—শ্রীশিবকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ন অমৃষ্যৎ**—সহ্য করেননি; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (শিবের দ্বারা); **অনাদৃতঃ**—সম্মান প্রদর্শন না করায়; **উবাচ**—বলেছিলেন; **বামম্**—অসাধু; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—দুই চক্ষুর দ্বারা; **অভিবীক্ষ্য**—দেখে; **দহন্**—জ্বলন্ত; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

কিন্তু আসন গ্রহণ করার পূর্বে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলেন। তখন দক্ষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। তিনি তখন অত্যন্ত কঠোরভাবে শিবের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষের জামাতা হওয়ার ফলে, আশা করা হয়েছিল যে, শিব অন্যদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শ্বশুরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে মুখ্য, তাই তাঁদের পদ দক্ষের থেকেও বড়। কিন্তু দক্ষ তা সহ্য করতে পারেননি, এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর জামাতা এইভাবে তাঁকে অসম্মান করেছেন। পূর্বেও তিনি শিবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ শিবের বেশ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং জীর্ণ।

শ্লোক ৯

শৃণ্বতাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ ॥ ৯ ॥

শৃণ্বতাম্—শ্রবণ; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—হে ব্রহ্মর্ষিগণ; **মে**—আমাকে; **সহ-দেবাঃ**—হে দেবতাগণ; **সহ-অগ্নয়ঃ**—হে অগ্নিদেবগণ ; **সাধূনাম্**—সাধুর; **ব্রুবতঃ**—বলে; **বৃত্তম্**—আচার; **ন**—না; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞান থেকে; **ন চ**—এবং না; **মৎসরাৎ**—মাৎসর্য থেকে।

অনুবাদ

উপস্থিত সমস্ত ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নিদেবগণ! দয়া করে মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞানতা অথবা মাৎসর্যের ফলে তা বলছি না।

তাৎপর্য

শিবের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে, দক্ষ সভাস্থ ব্যক্তিদের শান্ত করার চেষ্টায় অত্যন্ত চতুরতাপূর্বক ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি শিষ্টাচার সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছেন,

যদিও স্বাভাবিকভাবেই তা কোন অভদ্র ভুঁইফোড় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং সভার সদস্যরা হয়তো চান না যে, কোন অশিষ্ট ব্যক্তিও অপমানিত বোধ করুক, এবং তাই তাঁদের অপমান করা হলে, সভায় সমবেত ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, শিবের চরিত্র নিষ্কলুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি শিবের বিরুদ্ধে বলতে যাচ্ছেন। দক্ষ শুরু থেকেই শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন; তাই তিনি তাঁর নিজের ঈর্ষা দর্শন করতে পারেননি। যদিও তিনি ঠিক একজন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো কথা বলছিলেন, তবুও তিনি তাঁর মনোভাব গোপন করে বলেছিলেন যে, তিনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে অথবা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সেই কথাগুলি বলছেন না।

শ্লোক ১০

অয়ং তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ ॥ ১০ ॥

অয়ম্—সে (শিব); **তু**—কিন্তু; **লোক-পালানাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের পালকদের; **যশঃ-ঘ্নঃ**—যশ বিনাশকারী; **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জ; **সদ্ভিঃ**—সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা; **আচরিতঃ**—আচরিত; **পন্থাঃ**—পথ; **যেন**—যাঁর দ্বারা (শিব); **স্তব্ধেন**—যথাযথ আচরণ-বিহীন; **দূষিতঃ**—কলুষিত।

অনুবাদ

লোকপালদের নাম এবং যশ শিব বিনষ্ট করেছে, এবং সদাচারের পন্থা কলুষিত করেছে। যেহেতু সে নির্লজ্জ, তাই সে জানে না কিভাবে আচরণ করা উচিত।

তাৎপর্য

দক্ষ সেই সভায় সমবেত সমস্ত মহর্ষিদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শিব একজন দেবতা হওয়ার ফলে, তাঁর অভদ্র আচরণের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের সুখ্যাতি বিনষ্ট করেছেন। শিবের বিরুদ্ধে দক্ষের উক্তির অন্য আর একটি ভাল অর্থ হতে পারে। যেমন, তিনি বলেছেন যে, শিব *যশো-ঘ্ন* , যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি নাম এবং যশ বিনাশ করেন'। অর্থাৎ তার অর্থ এইভাবে করা যায়, যিনি এত যশস্বী যে, তাঁর যশ অন্য সকলের যশ বিনাশ করে। দক্ষ *নিরপত্রপ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে 'যিনি নির্বোধ', এবং অন্য অর্থটি হচ্ছে

'যিনি আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের পালন করেন'। সাধারণত শিবকে বলা হয় ভূতনাথ, অর্থাৎ নিম্ন স্তরের জীবদের তিনি পালন করেন। তারা শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, কারণ তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু এবং তিনি অতি সহজেই সন্তুষ্ট হন। তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ। যারা অন্যান্য দেবতা অথবা বিষ্ণুর কাছে যেতে পারে না, শিব তাদের আশ্রয় দেন। তাই সেই অর্থে *নিরপত্রপ* শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্লোক ১১

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥ ১১ ॥

এষঃ—সে (শিব); **মে**—আমার; **শিষ্যতাম্**—নিকৃষ্ট পদ; **প্রাপ্তঃ**—স্বীকার করেছে; **যৎ**—কারণ; **মে দুহিতুঃ**—আমার কন্যার; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছে; **পাণিম্**—হাত; **বিপ্র-অগ্নি**—ব্রাহ্মণদের এবং অগ্নির; **মুখতঃ**—সমক্ষে; **সাবিত্র্যাঃ**—গায়ত্রী; **ইব**—মতো; **সাধুবৎ**—একজন সাধু ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

সে অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের সমক্ষে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করার ফলে, আমি তার গুরুজন। সে আমার গায়ত্রী-সদৃশ কন্যাকে বিবাহ করেছে, এবং তখন সে ঠিক একজন সাধুর মতো ভান করেছিল।

তাৎপর্য

শিব সাধু ব্যক্তির মতো ভান করেছিলেন, দক্ষের এই উক্তির দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, শিব ছিলেন অসাধু, কারণ তাঁর জামাতার পদ স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি দক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।

শ্লোক ১২

গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥ ১২ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **মৃগ-শাব**—মৃগশাবকের মতো; **অক্ষ্যাঃ**—নয়না; **পাণিম্**—হস্ত; **মর্কট**—বানরের; **লোচনঃ**—নেত্রযুক্ত; **প্রত্যুত্থান**—আসন থেকে উঠে; **অভিবাদ**—

অভিবাদন; **অর্হে**—আমার মতো যোগ্য পাত্রকে; **বাচা**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **অপি**—ও; **অকৃত ন**—করেনি; **উচিতম্**—সম্মান।

অনুবাদ

তার চোখ ঠিক বানরের মতো, তবুও সে আমার মৃগনয়না কন্যাকে বিবাহ করেছে। তা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করেনি, এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমাকে স্বাগত জানানো উপযুক্ত বলেও মনে করেনি।

শ্লোক ১৩

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে ।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥ ১৩ ॥

লুপ্ত-ক্রিয়ায়—শিষ্টাচার পালন না করে; **অশুচয়ে**—অপবিত্র; **মানিনে**—গর্বিত; **ভিন্ন-সেতবে**—সমস্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করে; **অনিচ্ছন্**—ইচ্ছা না করে; **অপি**—যদিও; **অদাম্**—প্রদান করেছি; **বালাম্**—আমার কন্যাকে; **শূদ্রায়**—শূদ্রকে; **ইব**—সদৃশ; **উশতীম্ গিরম্**—বেদের বাণী।

অনুবাদ

শিষ্টাচারের সমস্ত নিয়ম-ভঙ্গকারী এই ব্যক্তিটিকে আমার কন্যাদান করার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। কারণ বাঞ্ছিত বিধি-নিষেধগুলি পালন না করার ফলে, সে অপবিত্র, কিন্তু শূদ্রকে বেদ পাঠ করানোর মতো আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি।

তাৎপর্য

শূদ্রের নিকট বেদ পাঠ করা নিষেধ, কারণ শূদ্র তার অপবিত্র স্বভাবের জন্য সেই উপদেশ শ্রবণের যোগ্য নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে, বেদ পাঠ করা উচিত নয়। নিম্ন স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না, এই নিষেধাজ্ঞাও ঠিক সেই রকম। দক্ষের দৃষ্টিতে শিব ছিলেন অশুচি, এবং তাঁর জ্ঞানবতী, সুন্দরী এবং সাধ্বী কন্যা সতীর পাণিগ্রহণের অযোগ্য। এই প্রসঙ্গে *ভিন্নসেতবে* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে-ব্যক্তি বৈদিক নিয়ম পালন না করার ফলে, শিষ্টাচারের সমস্ত বিধিগুলি ভঙ্গ করেছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দক্ষের বিচারে শিবের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ সঙ্গত হয়নি।

শ্লোক ১৪-১৫

প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥ ১৪ ॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্নস্থিভূষণঃ ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ ।
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রেত-আবাসেষু—যেখানে মৃত দেহ দাহ করা হয়; **ঘোরেষু**—ভয়ঙ্কর; **প্রেতৈঃ**—প্রেতাত্মাদের দ্বারা; **ভূত-গণৈঃ**—ভূতদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **অটতি**—বিচরণ করে; **উন্মত্ত-বৎ**—পাগলের মতো; **নগ্নঃ**—নগ্ন; **ব্যুপ্ত-কেশঃ**—আলুলায়িত কেশ; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **চিতা**—চিতার; **ভস্ম**—ভস্মের দ্বারা; **কৃত-স্নানঃ**—স্নান করে ; **প্রেত**—মৃত ব্যক্তির মুণ্ড; **স্রক্**—মালা; **নৃ-অস্থি-ভূষণঃ**—শবের অস্থির দ্বারা অলঙ্কৃত; **শিব-অপদেশঃ**—যে কেবল নামে মাত্রই শিব বা শুভ; **হি**—কারণ; **অশিবঃ**—অশুভ; **মত্তঃ**—উন্মাদ; **মত্ত-জন-প্রিয়ঃ**—উন্মাদ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়; **পতিঃ**—নায়ক; **প্রমথ-নাথানাম্**—প্রমথদের ঈশ্বরদের; **তমঃ-মাত্র-আত্মক-আত্মনাম্**—তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

সে শ্মশানের মতো অপবিত্র স্থানে বাস করে, এবং ভূত-প্রেতেরা হচ্ছে তার সহচর। সারা শরীরে চিতাভস্ম মেখে, উন্মাদের মতো নগ্ন হয়ে, সে কখনও হাসে এবং কখনও কাঁদে। সে নিয়মিতভাবে স্নান করে না, এবং তার অঙ্গের ভূষণ হচ্ছে মুণ্ডমালা এবং অস্থি। তাই সে কেবল নামেই শিব বা শুভ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে সব চাইতে উন্মত্ত এবং অশুভ। তাই সে তমোগুণাচ্ছন্ন উন্মাদ ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাদের অধিপতি।

তাৎপর্য

যারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, তারা ভূত এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের সহচর বলে বিবেচনা করা হয়। শিবকে ঠিক সেই রকমই মনে হয়, কিন্তু তাঁর শিব নামটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ তিনি তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, যেমন যারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, সেই সমস্ত অশুচি নেশাখোরদের প্রতি শিব এতই কৃপালু যে, তিনি এই সমস্ত প্রাণীদের আশ্রয় প্রদান করেন এবং ধীরে ধীরে তাদের

আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নীত করেন। যদিও এই প্রকার ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও শিব তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাই *বেদের* বর্ণনা অনুসারে, তিনি হচ্ছেন শিব বা সর্ব মঙ্গলময়। এইভাবে তাঁর সঙ্গ প্রভাবে অধঃপতিত জীবেরা পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মহান ব্যক্তিরা অত্যন্ত পতিত জীবদের সঙ্গ করছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদের সঙ্গ করেন না, পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত পতিত জীবদের মঙ্গলের জন্য তাদের সঙ্গ করেন। ভগবানের সৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারের জীব রয়েছে। তাদের কেউ সত্ত্বগুণে, কেউ রজোগুণে এবং কেউ তমোগুণে রয়েছে। যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত বৈষ্ণব, তাঁদের দায়িত্ব ভগবান শ্রীবিষ্ণু গ্রহণ করেন, যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত আসক্ত, তাদের দায়িত্বভার শ্রীব্রহ্মা গ্রহণ করেন, কিন্তু শিব এতই কৃপাময় যে, তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাদের যারা ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং যাদের আচরণ পশুদের থেকেও অধম। তাই শিবকে বিশেষভাবে মঙ্গলময় বলা হয়।

শ্লোক ১৬

তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে ।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৬ ॥

তস্মৈ—তাকে; **উন্মাদ-নাথায়**—ভূতদের পতিকে; **নষ্ট-শৌচায়**—সমস্ত শুচিতা-রহিত; **দুর্হৃদে**—যার হৃদয় মলে পূর্ণ; **দত্তা**—দেওয়া হয়েছে; **বত**—হায়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সাধ্বী**—সতী; **চোদিতে**—অনুরোধের ফলে; **পরমেষ্ঠিনা**—পরম গুরু (ব্রহ্মার) দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মার অনুরোধে আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি, যদিও সে সমস্ত প্রকার শৌচরহিত এবং তার হৃদয় জঘন্যতম নোংরায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে শুচিতা, শিষ্টাচার, ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদিতে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তাদের পরিবারের কন্যাকে সম্প্রদান করা। দক্ষ অনুশোচনা করেছিলেন যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মার অনুরোধে, তিনি তাঁর কন্যাকে এমন একজন অযোগ্য পাত্রের হাতে দান করেছিলেন, তাঁর বিচারে যিনি ছিলেন অপরিচ্ছন্ন। তিনি

এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বিবেচনা করেননি সেই অনুরোধটি ছিল তাঁর পিতার। পক্ষান্তরে, তিনি ব্রহ্মাকে *পরমেষ্ঠি* বা ব্রহ্মাণ্ডের পরম গুরু বলে সম্বোধন করেছেন; কিন্তু ক্রোধের বশে তিনি তাঁকে তাঁর পিতা বলে স্বীকার করতে চাননি। অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত নির্বোধ বলেছিলেন, কারণ তাঁর উপদেশে তিনি তাঁর সুন্দরী কন্যাকে এই রকম একজন কদর্য ব্যক্তির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। ক্রোধের ফলে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়, এবং তাই ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ কেবল মহাদেবেরই নিন্দা করেননি, তিনি তাঁর পিতা ব্রহ্মারও সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তাঁরই অদূরদর্শী উপদেশের ফলে, তিনি শিবের হস্তে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্ ।
দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **বিনিন্দ্য**—নিন্দা করে; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **গিরিশম্**—শিব; **অপ্রতীপম্**—শত্রুতা-রহিত; **অবস্থিতম্**—স্থির থেকে; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **অথ**—এখন; **অপঃ**—জল; **উপস্পৃশ্য**—আচমন করে, হাত এবং মুখ ধুয়ে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **শপ্তুম্**—শাপ দেওয়ার জন্য; **প্রচক্রমে**—শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে শিবকে তাঁর শত্রু বলে মনে করে দক্ষ জল নিয়ে আচমন করে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

অয়ং তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥ ১৮ ॥

অয়ম্—সেই; **তু**—কিন্তু; **দেব-যজনে**—দেবতাদের যজ্ঞে; **ইন্দ্র-উপেন্দ্র-আদিভিঃ**—ইন্দ্র, উপেন্দ্র এবং অন্যদের সঙ্গে; **ভবঃ**—শিব; **সহ**—সঙ্গে; **ভাগম্**—এক অংশ; **ন**—না; **লভতাম্**—প্রাপ্ত হবে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **দেব-গণ-অধমঃ**—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।

অনুবাদ

দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য লাভের অধিকারি, কিন্তু সমস্ত দেবতার মধ্যে সব চাইতে অধম শিব যজ্ঞভাগ পাবে না।

তাৎপর্য

এই শাপের ফলে, শিব যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন যে, দক্ষের অভিশাপের ফলে, জড়-জাগতিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিব অংশ গ্রহণ করার দুর্দশা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শিব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং দেবতাদের মতো বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে বসা অথবা আহার করা তাঁর উপযুক্ত নয়। এইভাবে দক্ষের এই অভিশাপ পরোক্ষভাবে শিবের পক্ষে একটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে, কারণ এই অভিশাপের ফলে, শিবকে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত অন্য দেবতাদের সঙ্গ করতে হয়নি অথবা তাঁদের সঙ্গে আহার করতে হয়নি। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ আমাদের জন্য একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন—তিনি শৌচালয়ের পাশে বসে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন। বহু বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এসে তাঁকে বিরক্ত করত এবং তাঁর দৈনন্দিন জপে বাধা দিত, তাই তাদের সঙ্গ এড়াবার জন্য শৌচালয়ের পাশে গিয়ে বসতেন, যে স্থানটি নোংরা বলে এবং পূতিগন্ধময় বলে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেখানে যেত না। কিন্তু, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এমনই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মতো একজন মহাপুরুষ তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিব তাঁর ভক্তির অনুশীলনে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ এড়াবার জন্য জেনেশুনে এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈ-
র্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্ ।
তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যু-
র্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥ ১৯ ॥

নিষিধ্যমানঃ—তাকে না করতে অনুরোধ করা হয়; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **সদস্য-মুখ্যৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **গিরিত্রায়**—শিবকে;

বিসৃজ্য—দিয়ে; **শাপম্**—অভিশাপ; **তস্মাৎ**—সেই স্থান থেকে; **বিনিষ্ক্রম্য**—বেরিয়ে গিয়ে; **বিবৃদ্ধ-মন্যুঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **কৌরব্য**—হে বিদুর; **নিজম্**—তাঁর নিজের; **নিকেতনম্**—গৃহে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যজ্ঞসভার সদস্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও, দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার পর সেই সভা ত্যাগ করে তাঁর গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ক্রোধ এমনই ক্ষতিকর যে, দক্ষের মতো মহান ব্যক্তিও ক্রোধের ফলে সেই যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন, যার সভাপতিত্ব করছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং যেখানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য মহর্ষি এবং পুণ্যবান মহাত্মারা। তাঁরা সকলে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সেখান থেকে না যেতে, কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, সেই পবিত্র স্থানটি তাঁর উপযুক্ত নয়। তাঁর উচ্চ পদের গর্বে গর্বিত হয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর থেকে বড় কেউ নেই। এখানে মনে হয় যে, সেই সভার সমস্ত সদস্যরা, এমন কি ব্রহ্মা পর্যন্ত তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ক্রুদ্ধ না হতে এবং তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে না যেতে, কিন্তু সমস্ত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। নিষ্ঠুর ক্রোধের এটি হচ্ছে পরিণাম। *ভগবদ্গীতায়* তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে তিনটি বস্তু পরিত্যাগ করতে হবে—কাম, ক্রোধ এবং রজোগুণ। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, কাম, ক্রোধ এবং রজোগুণ মানুষকে উন্মাদে পরিণত করে, এমন কি দক্ষের মতো একজন মহান ব্যক্তিকেও। তাঁর দক্ষ নামটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অত্যন্ত পটু ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, শিবের মতো একজন মহাত্মার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, তিনি ক্রোধ, কাম এবং রজোগুণ—এই তিনটি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন কখনও বৈষ্ণব অপরাধ না করেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধকে একটি মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী যেমন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারে, তেমনই কেউ যখন বৈষ্ণব অপরাধ করে, তখন সে যে-কোন ঘৃণ্য কর্ম করতে পারে।

শ্লোক ২০

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ দারুণং
যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; **শাপম্**—শাপ; **গিরিশ**—শিবের; **অনুগ-অগ্রণীঃ**—মুখ্য পার্ষদদের অন্যতম; **নন্দীশ্বরঃ**—নন্দীশ্বর; **রোষ**—ক্রোধ; **কষায়**—আরক্তিম; **দূষিতঃ**—অন্ধ; **দক্ষায়**—দক্ষকে; **শাপম্**—অভিশাপ; **বিসসর্জ**—দিয়েছিলেন; **দারুণম্**—কঠোর; **যে**—যিনি; **চ**—এবং; **অন্বমোদন্**—সহ্য করেছিলেন; **তৎ-অবাচ্যতাম্**—শিবকে অভিশাপ; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

শিবকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে, শিবের প্রধান পার্ষদদের অন্যতম নন্দীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ক্রোধে তাঁর চক্ষু আরক্তিম হয়ে ওঠে, এবং দক্ষ ও সেখানে উপস্থিত যে-সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষের কর্কশ বাক্যে শিবকে অভিশাপ দেওয়া সহ্য করেছিলেন, তিনি তাঁদের সকলকেই অভিশাপ দিতে মনস্থ করেন।

তাৎপর্য

কিছু কনিষ্ঠ অধিকারি বৈষ্ণব এবং শৈবের মধ্যে দীর্ঘকালীন মতভেদ চলে আসছে; তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে। দক্ষ যখন শিবকে কর্কশ বাক্যে অভিশাপ দেন, তখন সেখানে উপস্থিত কিছু ব্রাহ্মণ হয়তো তা উপভোগ করেছিলেন, কারণ তাঁরা শিবকে খুব একটা পছন্দ করেন না। তার কারণ হচ্ছে, শিবের অতি উন্নত স্থিতি সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। এই শাপের ফলে নন্দীশ্বর অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তিনি সেখানে উপস্থিত শিবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি। যদিও দক্ষকে একইভাবে শিবও অভিশাপ দিতে পারতেন, তিনি তা না করে নীরবে সহ্য করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অনুচর নন্দীশ্বর সহ্য করতে পারেননি। অবশ্যই, একজন অনুচররূপে তাঁর প্রভুর নিন্দা সহ্য না করা তাঁর পক্ষে উচিতই হয়েছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দেওয়া তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটি এত জটিল ছিল যে, যাঁরা আধ্যাত্মিক বলে যথেষ্ট বলীয়ান ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের পদের কথা ভুলে গিয়ে সেই মহান সভায় পরস্পরকে

অভিশাপ দিতে থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়-জাগতিক ক্ষেত্রটি এতই অস্থির যে, নন্দীশ্বর, দক্ষ এবং সেখানে উপস্থিত বহু ব্রাহ্মণদের মতো ব্যক্তিরাও সেই ক্রোধোন্মত্ত পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

শ্লোক ২১

য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি ।
দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্‌দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

যঃ—যিনি (দক্ষ); **এতৎ মর্ত্যম্**—এই শরীর; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে; **ভগবতি**—শিবকে; **অপ্রতিদ্রুহি**—যিনি ঈর্ষাপরায়ণ নন; **দ্রুহ্যতি**—বিদ্বেষভাব পোষণ করে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **পৃথক্-দৃষ্টিঃ**—ভেদভাব; **তত্ত্বতঃ**—দিব্য জ্ঞান থেকে; **বিমুখঃ**—বঞ্চিত; **ভবেৎ**—হয়ে যাবে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি দক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করে ঈর্ষাবশত শিবকে অবহেলা করেছে, সে মূর্খ, তার এই ভেদভাবের ফলে সে দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বরের প্রথম শাপটি ছিল যে, দক্ষকে যারা সমর্থন করছে, তারা দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং যেহেতু দক্ষের কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, তাই তাঁর সমর্থকেরা দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। নন্দীশ্বর বলেছিলেন যে, অন্য সমস্ত বিষয়ী ব্যক্তিদের মতো দক্ষ তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেছিলেন এবং তার ফলে দেহের সমস্ত সুখ-সুবিধা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেহের প্রতি, এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদির প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, যা আত্মা থেকে ভিন্ন। তাই নন্দীশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যারা দক্ষকে সমর্থন করেছে, তারা আত্মার দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার ফলে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।

শ্লোক ২২

গৃহেষু কূটধর্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া ।
কর্মতন্ত্রং বিতনুতে বেদবাদবিপন্নধীঃ ॥ ২২ ॥

গৃহেষু—গৃহস্থ-জীবনে; **কূট-ধর্মেষু**—কপট ধর্ম আচরণে; **সক্তঃ**—আকৃষ্ট হয়ে; **গ্রাম্য-সুখ-ইচ্ছয়া**—জড়-জাগতিক সুখের বাসনায়; **কর্ম-তন্ত্রম্**—সকাম কর্ম; **বিতনুতে**—অনুষ্ঠান করেন; **বেদ-বাদ**—বেদের ব্যাখ্যার দ্বারা; **বিপন্ন-ধীঃ**—নষ্টবুদ্ধি।

অনুবাদ

কপট ধর্মপরায়ণ যে-গৃহস্থ-জীবনে মানুষ জড়-জাগতিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তার ফলে বেদের আপাত ব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাতেই তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং সে সকাম কর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে তাতে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তারা বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন, বেদে বলা হয়েছে যে, যারা চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে, তারা স্বর্গলোকে নিত্য সুখ লাভ করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বেদের এই পুষ্পিত বাণীসমূহ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আকৃষ্ট করে। তাদের কাছে স্বর্গসুখই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি; তারা জানে না যে, তার ঊর্ধ্বে চিৎ-জগৎ বা ভগবদ্ধাম রয়েছে, এবং মানুষ যে সেখানে যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। এইভাবে তারা সমস্ত দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা পরবর্তী জীবনে চন্দ্রলোক অথবা অন্যান্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য গৃহস্থ-জীবনে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি পালন করার ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা *গ্রাম্য-সুখ* -এর প্রতি আসক্ত, যার অর্থ হচ্ছে 'জড়-জাগতিক সুখ'। তাদের নিত্য, আনন্দময়, চিন্ময় জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; **পর-অভিধ্যায়িন্যা**—দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা; **বিস্মৃত-আত্ম-গতিঃ**—বিষ্ণুর জ্ঞান ভুলে; **পশুঃ**—পশু; **স্ত্রী-কামঃ**—যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত; **সঃ**—তিনি (দক্ষ); **অস্তু**—হোক; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **বস্ত-মুখঃ**—ছাগলের মুখ; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

দক্ষ তার দেহকেই সর্বস্ব বলে মনে করেছে। তাই যেহেতু সে বিষ্ণুপাদ বা বিষ্ণুগতির কথা ভুলে গেছে, এবং কেবল স্ত্রীসম্ভোগের প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাই অচিরেই সে একটি ছাগলের মুখ প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৪

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসৌ জড়ঃ ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্ ॥ ২৪ ॥

বিদ্যা-বুদ্ধিঃ—জড়-জাগতিক বিদ্যা এবং বুদ্ধি; **অবিদ্যায়াম্**—অজ্ঞানে; **কর্ম-ময্যাম্**—সকাম কর্মজনিত; **অসৌ**—সে (দক্ষ); **জড়ঃ**—স্থূল বুদ্ধি; **সংসরন্তু**—বার বার জন্মগ্রহণ করুক; **ইহ**—এই জগতে; **যে**—যে; **চ**—এবং; **অমুম্**—দক্ষ; **অনু**—অনুগামী; **শর্ব**—শিব; **অবমানিনম্**—অপমান করার ফলে।

অনুবাদ

যারা জড় বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলনের ফলে জড়ের মতো নির্বোধ হয়ে গেছে, তারা অজ্ঞানতাবশত সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। তারা জেনেশুনে শিবের নিন্দা করেছে, তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার আবর্তিত হতে থাকুক।

তাৎপর্য

মানুষকে পাথরের মতো জড়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত এবং জড় বিদ্যায় (যা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা) মগ্ন থাকার পক্ষে এখানে বর্ণিত তিনটি অভিশাপই যথেষ্ট। এইভাবে তাদের অভিশাপ দেওয়ার পর, নন্দীশ্বর ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দেন যে, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবেন, কারণ তাঁরা দক্ষের শিব-নিন্দার সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা ।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সম্মুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ ॥ ২৫ ॥

গিরঃ—বাণী; **শ্রুতায়াঃ**—বেদের; **পুষ্পিণ্যাঃ**—পুষ্পিতা; **মধু-গন্ধেন**—মধুর গন্ধযুক্ত; **ভূরিণা**—প্রচুর; **মথ্না**—মোহজনক; **চ**—এবং; **উন্মথিত-আত্মানঃ**—যার মন জড় হয়ে গেছে; **সম্মুহ্যন্তু**—তারা আসক্ত থাকুক; **হর-দ্বিষঃ**—শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

যারা বেদের মোহময়ী প্রতিজ্ঞার পুষ্পময়ী ভাষায় আকৃষ্ট, এবং তার ফলে জড়তে পরিণত হয়ে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েছে, তারা সর্বদা সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত থাকুক।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে উন্নততর জড়-জাগতিক জীবন লাভের যে বৈদিক প্রতিজ্ঞা, তাকে পুষ্পময়ী বাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেননা ফুলে অবশ্যই সৌরভ রয়েছে, কিন্তু সেই সৌরভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ফুলে মধু রয়েছে, কিন্তু সেই মধু চিরস্থায়ী নয়।

শ্লোক ২৬

সর্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ ॥ ২৬ ॥

সর্ব-ভক্ষাঃ—সর্বভুক্; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **বৃত্ত্যৈ**—দেহ ধারণের জন্য; **ধৃত-বিদ্যা**—শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ব্রতাঃ**—ব্রত; **বিত্ত**—ধন; **দেহ**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আরামাঃ**—তৃপ্তি; **যাচকাঃ**—ভিক্ষুকরূপে; **বিচরন্তু**—বিচরণ করুক; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের দেহ ধারণের জন্য শিক্ষকতা, তপশ্চর্যা এবং ব্রত গ্রহণ করে। তাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার থাকবে না। তারা কেবল দেহ-সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে ধন সংগ্রহ করবে।

তাৎপর্য

দক্ষকে সমর্থনকারী ব্রাহ্মণদের নন্দীশ্বর যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তা এই কলিযুগে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়েছে। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানবার জন্য একেবারেই আগ্রহী নয়, যদিও ব্রাহ্মণ মানে হচ্ছে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। *বেদান্ত-সূত্রেও* বলা হয়েছে *অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা*—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে জানা, অথবা, পক্ষান্তরে বলা যায় যে,

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ স্তরে উন্নীত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের ব্রাহ্মণেরা অথবা তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা, যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে, তারা তাদের বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তারা অন্য কাউকে ব্রাহ্মণের পদ গ্রহণ করতে দিতে চায় না। *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ কোন বংশানুক্রমিক উপাধি বা পদ নয়। অব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যেমন শূদ্র পরিবারে যার জন্ম হয়েছে) যদি সদ্গুরুর উপদেশ পালন করার মাধ্যমে, যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা প্রতিবাদ করে। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা নন্দীশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তাদের কোন রকম ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নেই, এবং তারা তাদের নশ্বর জড় দেহটি এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যই কেবল জীবন ধারণ করে। এই প্রকার অধঃপতিত বদ্ধ জীবেরা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নয়। কিন্তু কলিযুগে তারা ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে, এবং কেউ যদি সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করে, তা হলে তারা তার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এটি হচ্ছে আধুনিক যুগের অবস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রথার প্রবল নিন্দা করেছেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সময়, তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হোক অথবা শূদ্র পরিবারে জন্ম হোক, তিনি গৃহস্থ হোন অথবা সন্ন্যাসী হোন, যদি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে তত্ত্বগতভাবে অবগত থাকেন, তা হলে তিনি অবশ্যই গুরু হতে পারেন। হরিদাস ঠাকুর এবং রামানন্দ রায়ের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু তথাকথিত শূদ্র শিষ্য ছিলেন। এমন কি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য গোস্বামীগণও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কৃপার প্রভাবে, তাঁদের সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্যৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ ।
ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ॥ ২৭ ॥

তস্য—তাঁর (নন্দীশ্বরের); **এবম্**—এই প্রকার; **বদতঃ**—বাক্য; **শাপম্**—অভিশাপ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **দ্বিজ-কুলায়**—ব্রাহ্মণদিগকে; **বৈ**—বস্তুত; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **প্রত্যসৃজৎ**—তৈরি করেছিলেন; **শাপম্**—অভিশাপ; **ব্রহ্ম-দণ্ডম্**—ব্রাহ্মণ প্রদত্ত দণ্ড; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য।

অনুবাদ

নন্দীশ্বর জাতি-ব্রাহ্মণদের এইভাবে অভিশাপ প্রদান করলে, ভৃগু মুনি তখন শিবের অনুগামীদের ভর্ৎসনা করে প্রচণ্ড ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দুরত্যয়* শব্দটি *ব্রহ্মদণ্ড* অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অত্যন্ত প্রবল; তাই তাকে বলা হয় *দুরত্যয়* বা দুর্লঙ্ঘ্য। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান যেমন বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য, তেমনই ব্রহ্মশাপও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* এও বলা হয়েছে যে, জড় জগতে শাপ অথবা বর উভয়ই ভৌতিক সৃষ্টি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃততে* বলা হয়েছে যে, জড় জগতে যা আশীর্বাদ বলে মনে করা হয় অথবা অভিশাপ বলে মনে করা হয় তা উভয়ই সমান, কারণ তা জড়। এই জড় জগতের কলুষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হয়, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলা হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* । সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে জড় জগতের অভিশাপ এবং আশীর্বাদ উভয়েরই অতীত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই শান্তিপূর্ণ; তাঁরা কখনও কারোর দ্বারা অভিশপ্ত হন না, এবং তাঁরাও কখনও কাউকে অভিশাপ দেন না। সেটিই হচ্ছে চিন্ময় স্থিতি।

শ্লোক ২৮

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ ॥ ২৮ ॥

ভব-ব্রত-ধরাঃ—শ্রীশিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রতধারণকারী; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **তান্**—এই প্রকার নিয়ম; **সমনুব্রতাঃ**—অনুসরণ করে; **পাষণ্ডিনঃ**—নাস্তিক; **তে**—তারা; **ভবন্তু**—হোক; **সৎ-শাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ**—দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের প্রতিকূল।

অনুবাদ

যারা শিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রত গ্রহণ করেছে অথবা যারা এই নিয়ম পালন করে, তারা নিশ্চিতভাবে নাস্তিক হবে এবং দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের বিরুদ্ধ আচরণ করবে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, শিবের ভক্তরা শিবের চরিত্রের অনুকরণ করে। যেমন, শিব সমুদ্রের বিষপান করেছিলেন, তাই তাঁর কিছু অনুগামীরা তাঁর অনুকরণ করে গাঁজা আদি মাদক দ্রব্য সেবনের প্রয়াস করে। এখানে তাদের অভিশাপ দেওয়া হয়েছে যে, যারা এই পন্থা গ্রহণ করে, তারা নাস্তিক হয়ে যায় এবং বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ আচরণ করে। বলা হয়েছে যে, শিবের এই প্রকার ভক্তরা *সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থিনঃ*— হবে, অর্থাৎ, 'শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধী হবে'। সেই কথা *পদ্ম পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। শাস্ত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান বুদ্ধদেব যেমন শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান শিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নির্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করার জন্য।

কখনও কখনও বেদবিরুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচার করার প্রয়োজন হয়। *শিব পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শিব পার্বতীকে বলেছেন যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে তিনি মায়াবাদ দর্শন প্রচার করবেন। তাই সাধারণত দেখা যায় যে, শিবের উপাসকেরা মায়াবাদী। শিব নিজেও বলেছেন, *মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্* । এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, *অসৎ-শাস্ত্র* মানে নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন, অথবা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভৃগু মুনি অভিশাপ দিয়েছেন যে, যারা শিবের উপাসক, তারা এই মায়াবাদ *অসৎ-শাস্ত্রের* অনুগামী হবে, যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ। আর তা ছাড়া, শিবের উপাসকদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা আসুরিক জীবন যাপন করে। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *নারদ-পঞ্চরাত্র* হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্র, যাদের *সৎ-শাস্ত্র* বলে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ যে শাস্ত্র মানুষকে ভগবৎ উপলব্ধির পথে পরিচালিত করে। *অসৎ-শাস্ত্র* ঠিক তার বিপরীত।

শ্লোক ২৯

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ ।
বিশন্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্ ॥ ২৯ ॥

নষ্ট-শৌচাঃ—পবিত্রতা পরিত্যাগ করে; **মূঢ়-ধিয়ঃ**—মূর্খ; **জটা-ভস্ম-অস্থি-ধারিণঃ**—জটা, ভস্ম এবং অস্থি ধারণ করে; **বিশন্ত**—প্রবেশ করতে পারে; **শিব-দীক্ষায়াম্**—শিব-পূজার দীক্ষায়; **যত্র**—যেখানে; **দৈবম্**—দিব্য; **সুরা-আসবম্**—মদ এবং আসব।

অনুবাদ

যারা শিব-পূজার ব্রত গ্রহণ করে, তারা এতই মূর্খ যে, তারা জটা, ভস্ম এবং অস্থি ধারণ করে তাঁর অনুকরণ করে। তারা যখন শিবের উপাসনায় দীক্ষিত হয়, তখন তারা মদ, মাংস, এই প্রকার বস্তু গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনকারী মূর্খ ব্যক্তিরা মদ এবং মাংস গ্রহণ করে, মাথায় লম্বা চুল রাখে, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্নান করে না এবং গাঁজা খায়। এই প্রকার আচরণের ফলে, তারা দিব্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। শিব-মন্ত্রে দীক্ষায় *মুদ্রিকাষ্টক* রয়েছে, যেখানে কখনও কখনও অনুমোদন করা হয়েছে যে, যে-কেউ যোনিতে আসন স্থাপন করে *নির্বাণ* লাভের বাসনা করতে পারে। এই প্রকার উপাসনায় মদ অথবা তাড়ির আবশ্যকতা হয়। শিবের উপাসনা করার বিধি-সমন্বিত শাস্ত্র *শিব-আগমেও* এই প্রকার নিবেদনের নির্দেশ রয়েছে।

শ্লোক ৩০

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম—বেদ; **চ**—এবং; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **যূয়ম্**—তুমি; **পরিনিন্দথ**—নিন্দা করেছ; **সেতুম্**—বৈদিক বিধান; **বিধারণম্**—ধারণা করে; **পুংসাম্**—মানব-জাতির; **অতঃ**—অতএব; **পাষণ্ডম্**—নাস্তিকতা; **আশ্রিতাঃ**—শরণ গ্রহণ করেছ।

অনুবাদ

ভৃগু মুনি বললেন—যেহেতু তুমি বেদ এবং বৈদিক নির্দেশের অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের নিন্দা করেছ, তাই বুঝতে হবে যে, তুমি নাস্তিক মতবাদ অবলম্বন করেছ।

তাৎপর্য

নন্দীশ্বরকে অভিশাপ দিয়ে ভৃগু মুনি বলেছিলেন যে, তার শাপের ফলেই যে তারা কেবল অধঃপতিত হয়ে নাস্তিক হয়ে যাবে তাই নয়, মানব-সভ্যতার ভিত্তি-স্বরূপ

বেদের নিন্দা করার ফলে, তারা ইতিমধ্যেই নাস্তিক হয়ে গেছে। গুণ অনুসারে বিভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই বর্ণধর্মের ভিত্তিতে মানব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। অর্থ এবং কামের চরিতার্থতার মাধ্যমে চরমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তার চিন্ময় স্বরূপে *(অহং ব্রহ্মাস্মি)* অধিষ্ঠিত হওয়ার সন্মার্গ *বেদ* প্রদর্শন করে। জীব যতক্ষণ জড় অস্তিত্বের প্রভাবে কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তাকে জলচর প্রাণী থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, কিন্তু এই জগতে মনুষ্য-শরীর হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের জীবন। *বেদ* পথ প্রদর্শন করে, যার ফলে পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধন করা যায়। এই প্রকার উপদেশের মাতা হচ্ছেন *বেদ*, এবং ব্রাহ্মণ বা বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা হচ্ছেন পিতা। তাই কেউ যদি *বেদ* এবং ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে, তা হলে সে স্বাভাবিকভাবে নাস্তিকতার স্তরে অধঃপতিত হয়। নাস্তিক হচ্ছে তারা যারা *বেদকে* বিশ্বাস না করে নিজেদের মনগড়া ধর্ম তৈরি করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বৌদ্ধমতের অনুগামীরাও নাস্তিক। অহিংসার ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য বুদ্ধদেব *বেদ* অস্বীকার করেছিলেন, এবং তার ফলে পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে এই ধর্মের অনুশীলন বন্ধ করে দেন, এবং বলপূর্বক তা ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—*ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণান্* । *ব্রহ্ম* মানে হচ্ছে *বেদ* । *অহং ব্রহ্মাস্মি* মানে হচ্ছে 'আমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছি'। *বেদের* নির্দেশ হচ্ছে যে, নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। যদি *ব্রহ্ম* বা বৈদিক জ্ঞানের নিন্দা করা হয়, এবং সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষক ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা হয়, তা হলে মানব-সভ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ভৃগু মুনি বলেছেন, "এমন নয় যে আমার অভিশাপের ফলে তোমরা নাস্তিক হবে; তোমরা ইতিমধ্যেই নাস্তিক হয়ে গেছ। তাই তোমরা অভিশপ্ত।"

শ্লোক ৩১

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ ।
যং পূর্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দনঃ ॥ ৩১ ॥

এষঃ—বেদ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—কারণ; **লোকানাম্**—সমস্ত মানুষদের; **শিবঃ**—মঙ্গলময়; **পন্থাঃ**—পথ; **সনাতনঃ**—শাশ্বত; **যম্**—যা (বৈদিক পন্থা); **পূর্বে**—পূর্বে; **চ**—এবং; **অনুসংতস্থুঃ**—নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে; **যৎ**—যাতে; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **জনার্দনঃ**—জনার্দন।

অনুবাদ

মানব-সভ্যতার কল্যাণের জন্য *বেদ* শাশ্বত বিধান প্রদান করে, যা পুরাকাল থেকে নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। তার সুদৃঢ় প্রমাণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে যাঁকে জনার্দন বলা হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, রূপ এবং আকার নির্বিশেষে সমস্ত প্রাণীর জনক হচ্ছেন তিনি। চুরাশি লক্ষ যোনি রয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সকলের পিতা। জীবেরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা সকলেই ভগবানের সন্তান, এবং যেহেতু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, তারা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, তাই তাদের মঙ্গলের জন্য এবং, তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে *বেদ* প্রদান করা হয়েছে। তাই *বেদকে* বলা হয় *অপৌরুষেয়,* কারণ তা কোন মানুষ, দেবতা, এমন কি প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার দ্বারাও রচিত হয়নি। ব্রহ্মা *বেদের* রচয়িতা বা প্রণেতা নন। তিনিও এই জড় জগতের একজন জীব; তাই তাঁর স্বতন্ত্রভাবে *বেদ* রচনা করার অথবা সেই জ্ঞান প্রদান করার কোন ক্ষমতা নেই। এই জড় জগতের প্রতিটি জীবই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা—এই চারটি দোষের দ্বারা দুষ্ট। কিন্তু, এই জড় জগতের কোন জীবের দ্বারা *বেদ* রচিত হয়নি। তাই তাকে বলা হয় *অপৌরুষেয়* । *বেদের* ইতিহাস কেউ নিরূপণ করতে পারে না। স্বভাবতই, আধুনিক মানব-সভ্যতায় পৃথিবীর অথবা ব্রহ্মাণ্ডের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস বড়জোর তিন হাজার বছরের ঘটনাবলী। কিন্তু *বেদ* যে কবে লেখা হয়েছিল তা কেউই নিরূপণ করতে পারে না, কারণ *বেদ* এই জড় জগতের কোন জীবের দ্বারা রচিত হয়নি। জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা ভ্রান্তিপূর্ণ, কারণ তা এই জড় জগতের মানুষ অথবা দেবতাদের দ্বারা রচিত, কিন্তু *ভগবদ্গীতা অপৌরুষেয়,* কারণ তা এই জড় সৃষ্টির কোন মানুষ অথবা দেবতার মুখনিঃসৃত বাণী নয়; তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী, যিনি জড় সৃষ্টির অতীত। যে-কথা শঙ্করাচার্যের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন; রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ আচার্যদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ বা কৃষ্ণ জড়া প্রকৃতির অতীত। *ভগবদ্গীতায়ও* শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমি সব কিছুর উৎস; আমার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে।" এই জড় জগতের সমস্ত সৃষ্টি, এমন কি ব্রহ্মা, শিব

এবং অন্যান্য দেবতাদেরও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, কারণ তাঁর থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা *(বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ)*। তিনিই হচ্ছেন আদি *বেদবিৎ* বা বেদজ্ঞ, এবং *বেদান্তকৃৎ* বা বেদের প্রণেতা। ব্রহ্মা বেদের প্রণেতা নন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে, *তেনে ব্রহ্মহৃদা*—পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেন। সুতরাং, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা, এই চারটি ত্রুটি থেকে বৈদিক জ্ঞান যে মুক্ত তার প্রমাণ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন তা বলেছিলেন এবং অনাদিকাল থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তা অনুসরণ করা হচ্ছে। ভারতের অতি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা *বেদের* তত্ত্ব বা *বেদের* ধর্ম অনুসরণ করে আসছেন। বৈদিক ধর্মের ইতিহাস কেউই খুঁজে বার করতে পারে না। তাই তা সনাতন, এবং *বেদের* যে-কোন প্রকার নিন্দাকে নাস্তিকতা বলে গণনা করা হয়। *বেদকে সেতু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কেউ যদি এই জড় জগৎ থেকে চিৎ-জগতে যেতে চান, তা হলে দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে *বেদ*।

গুণ এবং কর্ম অনুসারে কিভাবে মানব-জাতিকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে তা *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, এবং তা *সনাতনও*, কারণ এর উৎপত্তির ইতিহাস কারও জানা নেই এবং এর বিনাশও কখনও হয় না। বর্ণাশ্রমের পন্থা কেউই রোধ করতে পারে না। যেমন, *ব্রাহ্মণ* নামটি স্বীকার করা হোক বা না হোক, সমাজে পারমার্থিক জ্ঞান এবং দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী এক প্রকার বুদ্ধিমান শ্রেণীর অস্তিত্ব সব সময়ই রয়েছে। তেমনই, এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অন্যদের শাসন করতে এবং পরিচালিত করতে আগ্রহী। বৈদিক প্রথায় সেই শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় *ক্ষত্রিয়*। তেমনই, সর্বত্রই এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ব্যবসায় উদ্যোগ এবং অর্থ উপার্জনে আগ্রহী; তাদের বলা হয় *বৈশ্য*। এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা বুদ্ধিমান নয়, পরাক্রমশালী নয় অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে ক্ষমতাসম্পন্ন নয়, কিন্তু যারা কেবল অন্যদের সেবা করতে পারে; তাদের বলা হয় *শূদ্র* বা শ্রমিক শ্রেণী। এই প্রথা *সনাতন*—অনাদি কাল ধরে তা চলে আসছে, এবং এইভাবেই তা চলতে থাকবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, যা এই প্রথাকে রোধ করতে পারে। তাই, যেহেতু এই *সনাতন-ধর্ম* শাশ্বত, তাই বৈদিক নীতি অনুসরণ করার ফলে, পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরাকালে ঋষিরা এই প্রথা অনুসরণ করতেন; তাই, বৈদিক প্রথার অনুশীলন করার অর্থ হচ্ছে সমাজের আদর্শ শিষ্টাচার পালন করা। কিন্তু শিবের অনুগামীরা, যারা মদ্যপ, নেশাখোর, অবৈধ যৌনসঙ্গে আসক্ত, যারা স্নান করে না এবং গাঁজা-ভাঙ খায়, তারা সমস্ত সদাচারের বিরোধী। মূল কথা হচ্ছে যে, যারা বৈদিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা নিজেরাই প্রমাণ করে যে, *বেদ* প্রামাণিক, কারণ বৈদিক নিয়ম অনুসরণ না করা হলে, তারা পশুর মতো হয়ে যায়। এই প্রকার পাশবিক ব্যক্তিরাই সাক্ষাৎভাবে বেদের বিধানের সর্বোৎকর্ষতা প্রমাণ করে।

শ্লোক ৩২

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্ ।
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥ ৩২ ॥

তৎ—তা; **ব্রহ্ম**—বেদ; **পরমম্**—পরম; **শুদ্ধম্**—পবিত্র; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিদের; **বর্ত্ম**—পথ; **সনাতনম্**—শাশ্বত; **বিগর্হ্য**—নিন্দা করে; **যাত**—যাও; **পাষণ্ডম্**—নাস্তিকতার; **দৈবম্**—দৈব; **বঃ**—তোমরা সকলে; **যত্র**—যেখানে; **ভূত-রাট্**—ভূতনাথ।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ এবং পরম পথরূপ বৈদিক নিয়মের নিন্দা করে, ভূত-পতি শিবের অনুগামী তোমরা সকলে নিঃসন্দেহে অধঃপতিত হয়ে পাষণ্ডীতে পরিণত হবে।

তাৎপর্য

এখানে শিবকে *ভূত-রাট্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভূতপ্রেত, পিশাচেরা এবং যারা জড়া প্রকৃতির তমোগুণে অবস্থিত, তাদেরকে বলা হয় *ভূতস্*; তাই জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণে যারা রয়েছে, তাদের অধিপতিকে *ভূত-রাট্* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূত শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতে যে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা যার উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং, সেই সূত্রে শিবকে এই জড় জগতের পিতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে অবশ্য ভৃগু মুনি শ্রীশিবকে নিকৃষ্টতম প্রাণীদের পিতা বলে গ্রহণ করেছেন। নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের স্বভাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে—তারা স্নান করে না, তাদের মাথার চুল লম্বা এবং তারা নেশাসক্ত।

ভূতরাটের অনুগামীদের গৃহীত পথের তুলনায় বৈদিক প্রথা অবশ্যই অপূর্ব, কারণ তা মানুষকে মানব-সভ্যতার পারমার্থিক জীবনের শাশ্বত পন্থার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। কেউ যদি সেই বৈদিক পন্থার নিন্দা করে, তা হলে সে নাস্তিকতার স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩৩

মৈত্রেয় উবাচ

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্ ভবঃ ।
নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্বিমনা ইব সানুগঃ ॥ ৩৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **বদতঃ**—বলা হলে; **শাপম্**—অভিশাপ; **ভৃগোঃ**—ভৃগুর; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—সর্ব ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **ভবঃ**—শিব; **নিশ্চক্রাম**—চলে গিয়েছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বিমনাঃ**—বিষণ্ণ; **ইব**—যেন; **স-অনুগঃ**—তাঁর শিষ্যগণ সহ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—যখন শিবের অনুচর এবং দক্ষ ও ভৃগুর পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে শাপ-শাপান্ত হচ্ছিল, তখন ভগবান শিব অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। কিছু না বলে, তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সেই যজ্ঞস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শিবের অপূর্ব সুন্দর চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষ এবং শিবের দলের মধ্যে যদিও শাপ-শাপান্ত হচ্ছিল, কিন্তু শিব সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি এতই বিনম্র যে, তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বৈষ্ণব সর্বদাই সহিষ্ণু, এবং শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে বিবেচনা করা হয়, তাই এখানে যেভাবে তাঁর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা অপূর্ব সুন্দর। তিনি বিষণ্ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর অনুচর এবং দক্ষের অনুচরেরা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আগ্রহী না হয়ে, অনর্থক পরস্পরকে শাপ-শাপান্ত করছিল। তাঁর দৃষ্টিতে কেউই উঁচু বা নীচ ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বলা হয়েছে, *পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ*—যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি কাউকে ছোট অথবা

বড় বলে দেখেন না, কারণ তিনি সকলকেই চিন্ময় স্তর থেকে দর্শন করেন। তাই শিবের একমাত্র বিকল্প ছিল, তাঁর অনুচর নন্দীশ্বর এবং ভৃগু মুনিকে পরস্পর অভিশাপ দেওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্য সেই স্থান ত্যাগ করা।

শ্লোক ৩৪

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রপরিবৎসরান্ ।
সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

তে—তাঁরা; **অপি**—সত্ত্বেও; **বিশ্ব-সৃজঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা সৃজনকারী; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **সহস্র**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—বৎসর; **সংবিধায়**—অনুষ্ঠান করে; **মহেষ্বাস**—হে বিদুর; **যত্র**—যাতে; **ইজ্যঃ**—পূজ্য; **ঋষভঃ**—সমস্ত দেবতাদের মুখ্য দেব; **হরিঃ**—হরি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রজাপতিরা এইভাবে সহস্র বৎসর ধরে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে যজ্ঞ।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের সমস্ত প্রজাপতিরা যজ্ঞের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানে আগ্রহী। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবানও বলেছেন—*ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্* । মানুষ সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা কঠোর তপস্যা করতে পারে, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। এই সমস্ত কার্যকলাপ যদি নিজের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে *পাষণ্ড* বা নাস্তিক অনুষ্ঠান। কিন্তু তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন বৈদিক নিয়ম পালন করা হয়। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষিরা এক হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা ।
বিরজেনাত্মনা সর্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

আপ্লুত্য—স্নান করে; **অবভৃথম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরে যে স্নান করা হয়; **যত্র**—যেখানে; **গঙ্গা**—গঙ্গানদী; **যমুনয়া**—যমুনা নদীর দ্বারা; **অন্বিতা**—মিলিত; **বিরজেন**—স্পর্শ ব্যতীত; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **সর্বে**—সকলে; **স্বম্ স্বম্**—তাদের নিজেদের; **ধাম**—নিবাসস্থান; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **ততঃ**—সেখান থেকে।

অনুবাদ

হে ধনুর্বাণধারী বিদুর! যজ্ঞকর্তা সমস্ত দেবতারা যজ্ঞ সমাপ্তির পর, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমে স্নান করেছিলেন। এই স্নানকে বলা হয় অবভৃথ-স্নান। এইভাবে অন্তরে পবিত্র হয়ে, তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রথমে দক্ষ এবং তার পর শিব যজ্ঞস্থল থেকে চলে যাওয়ার পরেও যজ্ঞ বন্ধ হয়নি; ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বহু বৎসর ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শিব এবং দক্ষ না থাকার ফলে যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যায়নি, ঋষিরা তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, অনুমান করা যায় যে, কেউ যদি দেবতাদের, এমন কি শিব এবং ব্রহ্মারও পূজা না করেন, তা হলেও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ* । কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ কিছু জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের কাছে যায়। *ভগবদ্গীতায় নাস্তি বুদ্ধিঃ* এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ 'যারা তাদের জ্ঞান অথবা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।' এই প্রকার ব্যক্তিরাই কেবল দেব-দেবীদের শরণাপন্ন হয়ে, তাঁদের কাছ থেকে জড়-জাগতিক বিষয় লাভ করে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দেবতাদের শ্রদ্ধা করতে হবে না; না, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে কিন্তু তাদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। সৎ ব্যক্তি সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়, কিন্তু তা বলে তাকে সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ দিতে হয় না। উৎকোচ দেওয়া বেআইনী; সরকারি কর্মচারীকে উৎকোচ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে না। তেমনই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁকে অন্য কোন দেবতার পূজা করতে হয় না, সেই সঙ্গে তিনি আবার তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেন না। *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (৯/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ* । ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরা তাঁরও পূজা করেন, কিন্তু এই

পূজা *অবিধি-পূর্বকম্*, অর্থাৎ, 'সেই পূজা বিধিপূর্বক সম্পাদিত হয় না'। বিধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। দেব-দেবীদের পূজা পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা হতে পারে, কিন্তু তা বিধিপূর্বক নয়। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত দেব-দেবীদের সেবা হয়ে যায়, কারণ তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরম পূর্ণের ভিন্ন অংশ। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হলে যেমন ডালপালা, পাতা ইত্যাদি গাছের সব কটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়, এবং উদরে আহার দেওয়া হলে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদির পুষ্টি সাধন হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু সমস্ত দেবতাদের পূজা করা হলেও পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা হয় না। তাই দেবতাদের পূজা অবিধিপূর্বক, এবং তা করা হলে শাস্ত্র-নির্দেশের অসম্মান করা হয়।

এই কলিযুগে দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। তার ফলে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই যুগের জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২)। 'এই যুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার মাধ্যমে সর্ব প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।' *তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ*—'যখন ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁর বিভিন্ন অংশরূপ সমস্ত দেবতারাও তৃপ্ত হন।'

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে 'শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।